যুগান্তর

তারিখ ... 27 JUN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় পাইলটিং

ফাঁস রোধে জেএসসির প্রশ্নপত্র কেন্দ্রে ছাপানোর চিন্তাভাবনা

যুগান্তর রিপোর্ট

ফাঁস রোধে কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে পরীক্ষা নেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আসন্ন জেএসসি পরীক্ষা এ প্রক্রিয়ায় নেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। গত ২৩ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন বোর্ডের চেয়ারম্যানদের নিয়ে এক বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, এ বিষয়ে সফটওয়্যার তৈরিসহ আনুষঙ্গিক সহযোগিতার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে বুয়েটের একটি বিশেষজ্ঞ দলকে। মন্ত্রণালয়ের চাহিদামতো বুয়েটের বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যে প্রস্তাবও তৈরি করেছেন, যা বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্যেক বোর্ডের একটি প্রশ্নব্যাংক থাকবে। বিপরীত দিকে প্রত্যেক কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র ছাপানোর ডিজিটাল যন্ত্রপাতিসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে। পরীক্ষার একটি নির্দিষ্ট সময় আগে প্রশ্নব্যাংক থেকে নিয়ে প্রশ্নপত্র ছাপানো হবে।

জানতে চাইলে মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) রুহী রহমান ওই দিন বিকালে মোবাইল ফোনে বলেন, 'কেন্দ্রে প্রশ্ন ছাপিয়ে পরীক্ষা নেয়ার চিন্তাভাবনা আমরা করছি। এ নিয়ে বৈঠকে আলোচনাও হয়েছে। তবে এ বিষয়ে আমরা ধীরে এগোতে চাই। কেননা, পাবলিক পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত চিন্তাভাবনা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

চিন্তাভাবনা : কেন্দ্রে ছাপানোর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একটি পদ্ধতি থেকে নতুন পদ্ধতিতে যাওয়ার আগে তা পাইলটিং করতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'পাইলটিং হিসেবে আমরা এনটিআরসি-এর (শিক্ষক নিবন্ধন) পরীক্ষাকে বেছে নিতে চাই। প্রয়োজনে বিভিন্ন স্কুলের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায় এর পরীক্ষামূলক ব্যবহার করা হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে সফল প্রয়োগ হলে পরে জেএসসি পরীক্ষায় বাস্তবায়ন করা হবে।'

২০১৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের পর তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব সোহরাব হোসাইনের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটি প্রশ্নফাঁস রোধে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রশ্ন ছাপানোসহ বেশকিছু সুপারিশ করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, ওই প্রস্তাবমালা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবেই এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয় এর নাম দিয়েছে 'ডিজিটাল এক্সামিনেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম'। এ পদ্ধতি প্রবর্তন কাজের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. এম কায়কোবাদ।

বৈঠক সূত্র জানিয়েছে, প্রাথমিক চিন্তাভাবনা অনুযায়ী প্রত্যেক বোর্ড একটি করে প্রশ্নব্যাংক তৈরি করবে। সেখান থেকে প্রশ্ন নেয়া হবে পরীক্ষার জন্য। ব্যাংক থেকে প্রশ্ন বাছাই করা হবে সফটওয়্যারের মাধ্যমে। যে কারণে কেউই জানতে পারবেন না কোন প্রশ্নটি পরীক্ষায় আসছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. ছায়েফউল্লাহ। তিনি যুগান্তরকে বলেন, এ পদ্ধতির দুটি দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে, প্রশ্ন তৈরি ও ব্যবস্থাপনা, আরেকটি প্রশ্নপত্র ছাপানো। সরকার চাচ্ছে প্রত্যেক কেন্দ্রে উন্নতমানের প্রিন্টার, ফটোকপি মেশিন, সুরক্ষিত গোপনীয় কক্ষ, সিসি টিভিসহ অন্যান্য ব্যবস্থা করতে। তবে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে পরবর্তী সভায়।

বৈঠকের আরেক সদস্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের প্রধান সিস্টেম অ্যানালিস্ট মনজুরুল কবীর বলেন, 'প্রস্তাবিত পদ্ধতি সহজ, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী হবে। প্রথম বছর হয়তো মাথাপিছু ৫ টাকা করে খরচ হবে। পরে তা ৩ টাকায় নেমে আসবে।'

নকলপ্রবণ কেন্দ্র বাতিল : এদিকে এ বৈঠকের আগে বোর্ড চেয়ারম্যানদের নিয়ে আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান। বৈঠক সূত্র জানায়, এতে চলতি বছরের এসএসসি ও এইচএসসিসহ সমমানের পরীক্ষায় বিভিন্ন কেন্দ্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি, নকল, শিক্ষক-শিক্ষার্থী বহিষ্কারের বিষয়টি আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের অপরাধ অনুযায়ী বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি, যেসব কেন্দ্রে নকল হয়েছে সেগুলো বাতিল, বহিষ্কৃত শিক্ষকদের শোকজ ও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, যেসব কেন্দ্রে প্রশ্নের প্যাকেট আগেভাগেই খোলা হয়েছে সেগুলোর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা বিশেষ করে এ কাজে জড়িত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধে মামলা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান বলেন, যেসব শিক্ষক পরীক্ষাসংক্রান্ত দুর্নীতিতে জড়িয়েছেন তাদের প্রয়োজনে দায়িত্ব থেকে আজীবনের জন্য বরখাস্ত করা হবে। আর যারা প্রশ্নের প্যাকেট খুলেছেন তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইনে ব্যবস্থা নেয়া হবে।